বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

গোপায়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ

সম্পাদনা

রাশেদা কে. চৌধূরী

গ্রন্থনা

কে. এম. এনামুল হক

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

মির্জা কামরুন নাহার

এসেড হবিগঞ্জ

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি
এসেড হবিগঞ্জ

প্রচ্ছদ
নিত্য চন্দ্র

যোগাযোগের ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১৩২৮৪২, ইমেইল: info@campebd.org
ওয়েরসাইট: www.campebd.org

মুদ্রণে: দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩, নয়াপল্টন, ঢাকা –১০০০

মুখবন্ধ

শিক্ষা মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো স্থানীয় জনগোষ্ঠী উদ্যোগে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রায় ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সরকার এবং শিক্ষা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব বাড়ে, শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় কিন্তু জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষার' লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিত–কে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান "প্রত্যাশা" কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি *বেইসলাইন* তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নির্বাচিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপে ব্যবহার করা হয়। 'প্রত্যাশা' কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য খানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

এ জরিপ পরিচালনায় গোপায়া ইউনিয়ন 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' এবং স্থানীয় সহযোগী সংগঠন 'এসেড হবিগঞ্জ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় তরুণদের সমন্বয়ে একদল ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই বেইসলাইন তৈরি করা সম্ভব হতো না। অভিযান–এর আরএমইডি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বেইসলাইন তৈরি কার্যক্রম সমন্বয়, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তারা প্রশংসার দাবীদার।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UKaid আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৫

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

প্রেক্ষাপট

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। আবার শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা বা মৌলিক শিক্ষা। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সকল শিশুর মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রশাসন, কারিকুলাম, শিক্ষক নিয়োগ এক কথায় পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাই স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় পুরোটাই বেসরকারি/স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। সেই সময়ে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষা প্রশাসনের কর্তৃত্ব বাড়ার পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও তার প্রত্যাশিত মাত্রায় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষার্থী–শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আনন্দদায়ক শিক্ষা পরিবেশ এখনো তেমন কার্যকর নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে অপেক্ষাকৃত দুর্গম গ্রামীণ এলাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথ অনুসৃত হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনিয়মিত উপস্থিতিও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান অবস্থার অনেকটাই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কমিউনিটির কার্যকর উদ্যোগের ফলে একটি এলাকার শিক্ষা চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এই ধারণাকে সামনে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান PROTYASHA প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার স্থানীয় ৮টি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমে UKaid আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

১. ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে মতবিনিময় ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া;

২. নির্বাচিত ইউনিয়নে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া;

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া;

৪. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া;

৬. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।

গোপায়া ইউনিয়ন নির্বাচন করার পিছনের কারণ

- সাক্ষরতা হার বিবেচনায় সিলেট বিভাগের মধ্যে পিছিয়ে পড়া হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন;
- শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা।
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের আগ্রহ।

যে কোনো প্রকল্প শুরু করার পূর্বে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। যাতে বর্তমানে কী অবস্থা থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে কী কী সূচকের পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়। এছাড়া বেইসলাইনের প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর আওতায় নির্বাচিত ইউনিয়নে কাজ করার শুরুতে ইউনিয়নের শিক্ষাসহ আর্থ–সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য "খানা" ও "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" জরিপ পরিচালিত হয়। উপর্যুক্ত জরিপের আওতায় গোপায়া ইউনিয়নের সকল খানা (Household) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জরিপ কাজে দু'ধরনের প্রশ্নপত্র (Instrument) ব্যবহার করা হয়েছে। ১. খানা জরিপ প্রশ্নপত্র,

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ প্রশ্নপত্র। জরিপ কাজে স্থানীয় ৩২ জন যুব ভলান্টিয়ার ও ৪ জন দক্ষ সুপারভাইজার কাজ করেছেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠন থেকে ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের খণ্ডকালীন কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে গোপায়া ইউনিয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক খানা ও জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গোপায়া ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই ইউনিয়নের বসবাসকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৩২ জন ভলান্টিয়ার ও ৪ জন সুপারভাইজার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিয়নের মানচিত্র ব্যবহার করে ভলান্টিয়ারদের ওয়ার্ড ও গ্রামভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একজন ভলান্টিয়ার প্রতিদিন সর্বনিম্ন ১৫টি থেকে সর্বোচ্চ ৩০টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুপারভাইজারগণ প্রতিদিন ভলান্টিয়ারদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ভুল সংশোধনের জন্য অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য পরদিন তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। ৯টি ওয়ার্ডে তথ্য সংগ্রহকারী ভলান্টিয়ারদের কাজ তদারকির জন্য ৩ জন সুপারভাইজার কাজ করেছেন। পুরো জরিপ কাজ সমন্বয় করার জন্য ১ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজ করেছেন। তার দায়িত্ব ছিল পুরো জরিপ কাজ সমন্বয় করা, ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারদের নিজ গ্রাম বা ওয়ার্ডের পরিবর্তে ভিন্ন গ্রামে বা ওয়ার্ডে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, একইভাবে সুপারভাইজারদের নিজ ইউনিয়নের পরিবর্তে ভিন্ন ইউনিয়নের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভলান্টিয়ারগণ খানা প্রধান অথবা ঐ খানার প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো সদস্যের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জরিপে ইউনিয়নের বসবাসরত জনগণের শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া হয়। খানার তথ্য প্রদানকারীর নিকট থেকে খানার সকল সদস্যের শিক্ষাগত অবস্থার তথ্য নেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে কোনো অভিক্ষা বা টেস্ট নেওয়া হয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের প্রয়োজনীয় ক্লিনিং ও এডিটিংয়ের পর তা Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) নামক Software ব্যবহারের মাধ্যমে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

- খানা পর্যায়ে প্রদত্ত স্বপ্রণোদিত তথ্যের ওপর নির্ভরশীলতা।
- তথ্যের বিকল্প উৎস না থাকায় যাচাইয়ের সুযোগ না থাকা।

গোপায়া ইউনিয়নের মানচিত্র

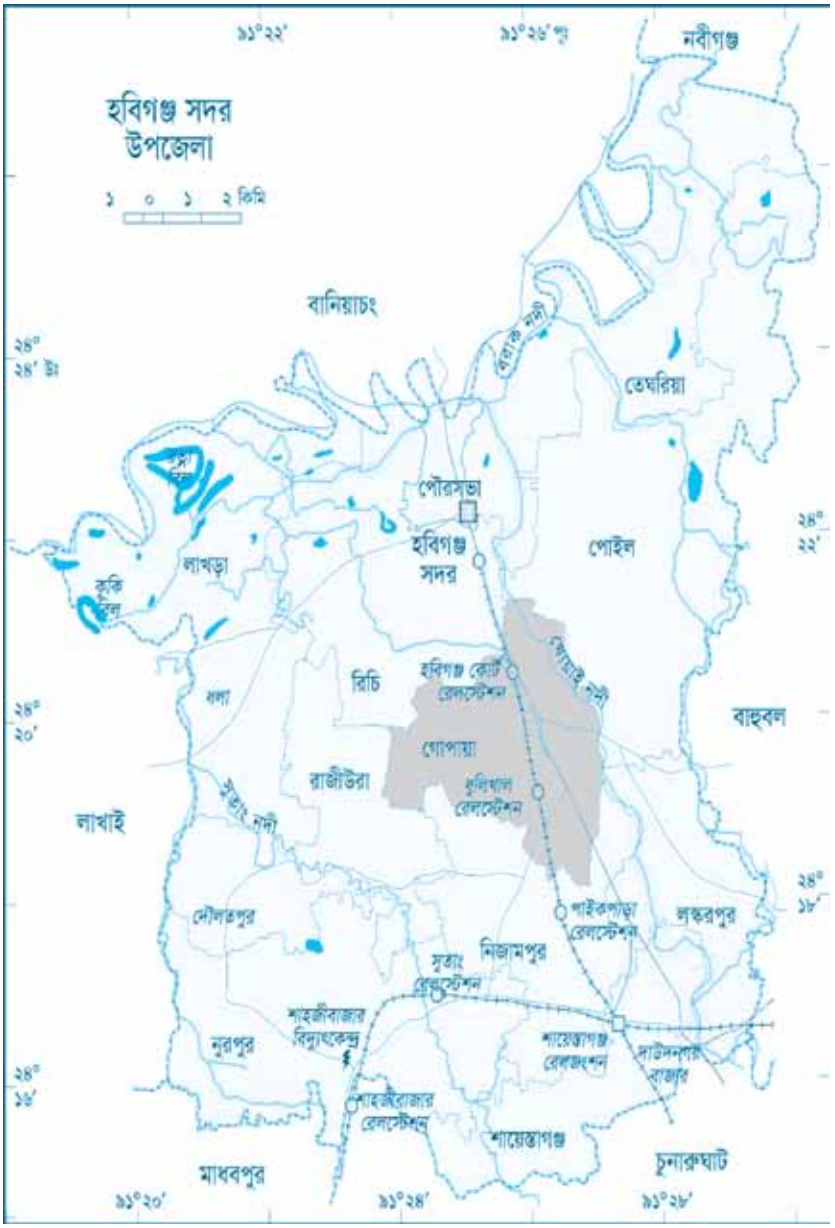

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গোপায়া ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী গোপায়া ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৫,৯৭২টি, জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জন সংখ্যা ২৮,৮৭১ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৪.৮৩ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৮,৫৫৮ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৪,১৫৯ জন এবং ছেলে ৪,৩৯৯ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৫,০০২ (মেয়ে ২,৪১৩, ছেলে ২,৫৮৯) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৪,৮৫১ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ২,৩৫৯ জন এবং ২,৪৯২ জন ছেলে। ২০১১ সালের পর ইউনিয়নের বিশ কিছু অংশ পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১'-এর সঙ্গে তুলনামূলক তথ্য দেওয়া যায়নি।

খানার সংখ্যা:	৫,৯৭২টি	২০১১ সালের পর ইউনিয়নের বিশ কিছু অংশ পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১'-এর সঙ্গে তুলনামূলক তথ্য দেওয়া যায়নি।
লোকসংখ্যা:	২৮,৮৭১ জন	
খানা প্রতি গড় লোকসংখ্যা:	৪.৮৩ জন	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা:	৮,৫৫৮ জন (মেয়ে: ৪,১৫৯ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা:	৫,০০২ জন (মেয়ে: ২,৪১৩ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী সংখ্যা:	৪,৮৫১ জন (মেয়ে: ২,৩৫৯ জন)	

তথ্যসূত্র: লস্করপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

জনসংখ্যার নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

২০১৪ সালের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৮,৮৭১ জন। এদের মধ্যে ১৩,৮৪৭ জন নারী, যা মোট জনসংখ্যার ৪৭.৯৬ শতাংশ এবং পুরুষ ৫২.০৪ শতাংশ হিসেবে ১৫,০২৪ জন। ধর্মীয় বিচেনায় মোট জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা

মুসলিম এবং ১ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু। এই ইউনিয়নে অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর লোকের বসবাস নেই।

নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

পুরুষ	নারী	মোট
১৫,০২৪	১৩,৮৪৭	২৮,৮৭১

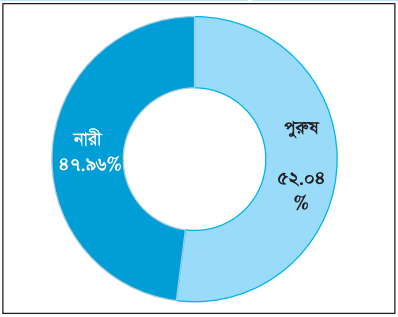

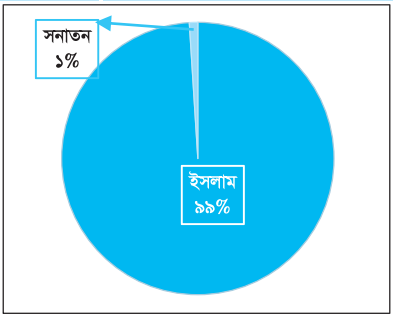

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা

গোপায়া ইউনিয়নে মোট ২৮,৮৭১ জন লোকসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৬,৮৩১ জন, এদের মধ্যে নারী ৩,২৭৫ জন এবং পুরুষ ৩,৫৫৬ জন। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩,৮১১ জন। তৃতীয় ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৩,৩৪৬ জন। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জনসংখ্যা সবচেয়ে কম ১,১৪৭ জন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ২,১২৬ জন ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ২,৬৬৮ জন।

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র

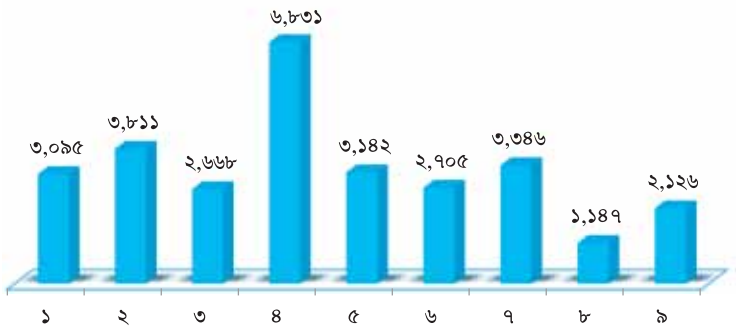

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক নারী পুরুষের সংখ্যা

ওয়ার্ড	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার
১	১,৪৯৭	১৫৯৮	৩০৯৫	১০.৭২
২	১,৮৭৯	১,৯৩২	৩৮১১	১৩.২
৩	১,২৭৩	১,৩৯৫	২৬৬৮	৯.২৪
৪	৩,২৭৫	৩,৫৫৬	৬৮৩১	২৩.৬৬
৫	১,৪৮৪	১,৬৫৮	৩১৪২	১০.৮৮
৬	১,৩০১	১,৪০৪	২৭০৫	৯.৩৭
৭	১,৫৮৭	১,৭৫৯	৩৩৪৬	১১.৫৯
৮	৫৬১	৫৮৬	১১৪৭	৩.৯৭
৯	৯৯০	১,১৩৬	২১২৬	৭.৩৬
মোট	**১৩,৮৪৭**	**১৫,০২৪**	**২৮,৮৭১**	**১০০**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ. আগস্ট ২০১৪

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

গোপায়া ইউনিয়নের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিভাজন করলে দেখা যে, ০ থেকে ৫ বছরের শিশুর মধ্যে মোট সংখ্যা ৩,৫১৩ জন, সেখানে মেয়ের সংখ্যা ৪৮.১৪ শতাংশ। মোট ৫,০০২ জন (মেয়ে ৪৮.২৪ শতাংশ) শিশু রয়েছে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সসীমার মধ্যে। ১৩ থেকে ১৮ বছরের মোট জনসংখ্যা ৪,২৪০ জন (মেয়ে ৪৭.৩৮ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশী মোট ১২,১০৪ জন (নারী ৪৯.২ শতাংশ) ১৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা। ৪৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট ২,৭৫৬ জন (৪৩.৮০ শতাংশ নারী)। সবচেয়ে কম ৬০ উর্ধ্ব জনসংখ্যা মোট ১,২৫৬ জন (৪৪.০৩ শতাংশ নারী)।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার
০ – ৫ বছর	১,৬৮৮	১,৮২৫	৩,৫১৩	৪৮.০৫
৬ – ১২ বছর	২,৪১৩	২,৫৮৯	৫,০০২	৪৮.২৪
১৩ থেকে ১৮ বছর	২,০০৯	২,২৩১	৪,২৪০	৪৭.৩৮
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৫,৯৩৩	৬,১৭১	১২,১০৪	৪৯.০২
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,২০৭	১,৪৪৯	২,৭৫৬	৪৩.৮০
৬০+ বছর	৫৯৭	৭৫৯	১,৩৫৬	৪৪.০৩
মোট:	**১৩,৮৪৭**	**১৫,০২৪**	**২৮,৮৭১**	**৪৭.৯৬**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

জনগণের পেশা

গোপায়া ইউনিয়নের জনগণের পেশার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোট ২৮,৮৭১ জনের মধ্যে কর্মক্ষম ২,১৫৩ জন কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন। গৃহিণী ৬,৭৪৯ জন, বেসরকারি চাকরি করেন ৪৭৭ জন, শ্রমিক ১,৭৮৯ জন, ব্যবসায়ী ১,৬৬৫ জন। সরকারি চাকরি করেন ৩৬৩ জন এবং প্রবাসে চাকরি করেন ৬০৩ জন। শিক্ষার্থী ৮,৫৫৮ জন। এছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন ৯৪৬ জন।

জনসংখ্যার পেশা

পেশা	জনসংখ্যা	পেশা	জনসংখ্যা
কৃষিকাজ	২,০৭৪	বর্গাচাষী	৭৯
গৃহিণী	৬,৭৪৯	রিক্‌শা/ভ্যানচালক	৭২৯
ছাত্র/ছাত্রী	৮,৫৫৮	ব্যবসায়ী	১,৬৬৫
সরকারি চাকরি	৩৬৩	বেকার	৫৫০
বেসরকারি চাকরি	৪৭৭	শিশু শ্রমিক*	২১১
প্রবাসে চাকরি	৬০৩	গৃহকর্ম	৯২৮
মৎসজীবী	১৬	প্রযোজ্য নয়*	৩,১৩৪
শ্রমিক	১,৭৮৯	অন্যান্য	৯৪৬

*** শিশু শ্রমিক: ৮ – ১৪ বছরের শিশু** *** প্রযোজ্য নয়: ০ - < ৪ বছর**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গোপায়া ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাশ করেছেন ৭৭ জন। অনার্স পাশ করেছেন ৮৭ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাশ করেছেন ২২৫ জন। এইচএসসি পাশ করেছেন ৭৮৬ জন, এসএসসি পাশ করেছেন ১,৫৬৫ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৭৩৯ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,৬৪০ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৪,৫৬৫ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৪,৫৬৯ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এসংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

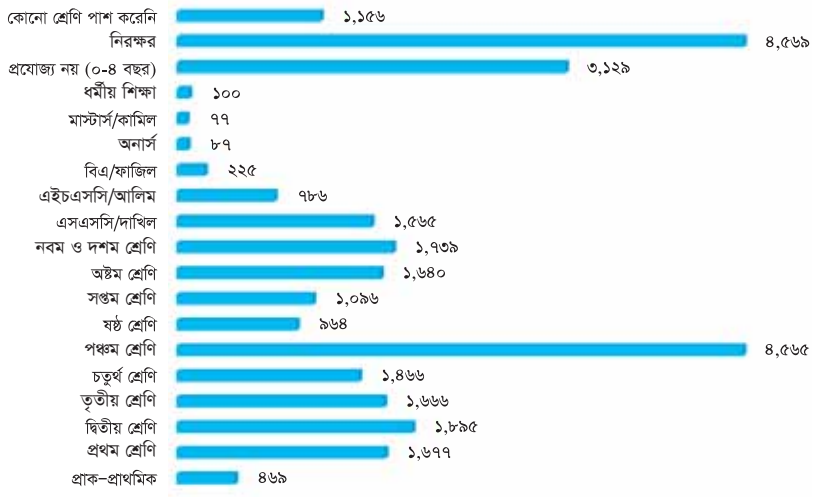

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

গোপায়া ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট ৫,০০২ জন শিশু রয়েছে, এদের মধ্যে মেয়ে ২,৪১৩ জন এবং ছেলে ২,৫৮৯ জন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪,৮৫১ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যা শতকরা হিসেবে ৯৬.৯৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৭.৭৬ শতাংশ এবং ছেলে শিশুর ৯৬.২৫ শতাংশ। ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১৫১ জন (মেয়ে ৫৪, ছেলে ৯৭)। আবার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৭.৫৬ শতাংশ, যা ৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে ৯৬.০৯ শতাংশ।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	২,৪৯২	২,৩৫৯	৪,৮৫১	৯৬.৯৮
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	৯৭	৫৪	১৫১	৩.০২
মোট:	**২,৫৮৯**	**২,৪১৩**	**৫,০০২**	**১০০**
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৯৫৭	১,৮৫০	৩,৮০৭	৯৭.৫৬
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৬৭০	২,৫১৮	৫,১৮৮	৯৬.০৯
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১৯৪	১৬৭	৩৬১	২৪.৩৪
৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	**১৮২**	**১৬০**	**৩৪২**	**৮৬.১৫**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী গোপায়া ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ১৫১ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এরমধ্যে সর্বোচ্চ ৩২ জন রয়েছে ৭ নম্বর ওয়ার্ডে, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩০ জন এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডে ২২ জন।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা (৬ থেকে ১২ বছর)

ওয়ার্ড নম্বর	মোট শিশু			শিক্ষার্থী			বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	২৫২	২৪২	৪৯৪	২৪৫	২৪০	৪৮৫	৯
২	৩৭৮	৩৬১	৭৩৯	৩৬৬	৩৫১	৭১৭	২২
৩	২৫৯	২৩০	৪৮৯	২৪৭	২২০	৪৬৭	২২
৪	৫৯০	৫৭৩	১,১৬৩	৫৭৪	৫৫৯	১,১৩৩	৩০
৫	২২৩	২২৫	৪৪৮	২২২	২২৪	৪৪৬	২
৬	২১৭	১৮৭	৪০৪	২০৩	১৮১	৩৮৪	২০
৭	৩৪৬	৩১৬	৬৬২	৩১৯	৩১১	৬৩০	৩২
৮	১০৫	৯০	১৯৫	১০১	৯০	১৯১	৪
৯	২১৯	১৮৯	৪০৮	২১৫	১৮৩	৩৯৮	১০
মোট	**২,৫৮৯**	**২,৪১৩**	**৫,০০২**	**২,৪৯২**	**২,৩৫৯**	**৪,৮৫১**	**১৫১**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৮২ (মেয়ে ৩৯, ছেলে ৪৩) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৬২ (মেয়ে ২৯, ছেলে ৩৩) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৭৫.৬০ শতাংশ।

৬ - ১২ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা

	মোট শিশুর সংখ্যা			লেখাপড়া করে		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
প্রতিবন্ধী	৩২	৩১	৬৩	২৫	২৪	৪৯
সামান্য প্রতিবন্ধিতা	১১	৮	১৯	৮	৫	১৩
মোট	**৪৩**	**৩৯**	**৮২**	**৩৩**	**২৯**	**৬২**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৫.৫ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৯.৬ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৭ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ১.২ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

গোপায়া ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,২৪৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৬১৫ জন এবং ছেলে ৬৩০ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১,০৮৫ জন (মেয়ে- ৫০৫, ছেলে- ৫৮০)। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মতো তৃতীয় শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশি, ৪৯৫ জন মেয়ের বিপরীতে ৫১৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে সমান সংখ্যক ছেলে-৩৫৪ জন, মেয়ে-৩৫৪ জন মোট ৭০৮ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৪২৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৮৯ জন মেয়ের বিপরীতে ২৩৪ জন ছেলে শিক্ষার্থী রয়েছে।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

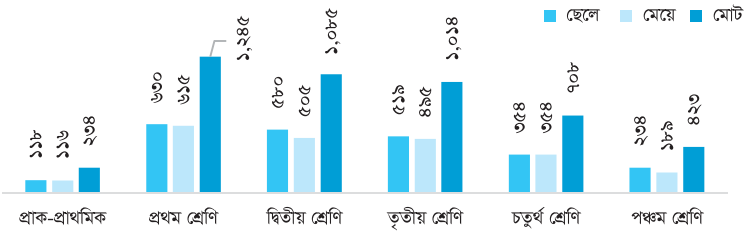

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ের অবস্থা

গোপায়া ইউনিয়নের ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ২৮.৬ শতাংশ। ১৭টি আধাপাকা (৪৮.৬ শতাংশ) এবং ৮টি কাঁচা (২২.৯ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ১০টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ২৮.৬ শতাংশ। ২০টি (৫৭.১ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৫টি ১৪.৩ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ের ভবনের অবস্থা

বিদ্যালয়ের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার	অবস্থার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা	১০	২৮.৬	খুব ভালো	১০	২৮.৬
আধা-পাকা	১৭	৪৮.৬	মোটামুটি ভালো	২০	৫৭.১
কাঁচা	৮	২২.৯	খারাপ অবস্থা	৫	১৪.৩
মোট	**৩৫**	**১০০**	**মোট**	**৩৫**	**১০০**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

গোপায়া ইউনিয়নের ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ১৭.১ শতাংশ। ১৫টি বিদ্যালয়ে (৪২.৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ১৪টি (৪০ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই, তার বেশির ভাগই উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	৬	১৭.১	ব্যবহার উপযোগী	৫	১৪.৩
উভয়েই ব্যবহার করে	১৫	৪২.৯	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	১৩	৩৭.১
শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	৩	৮.৭
শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
পায়খানা নেই	১৪	৪০	পায়খানা নেই	১৪	১৪
মোট	**৩৫**	**১০০**	**মোট**	**৩৫**	**১০০**

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

আর্থিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক তথ্যের মধ্যে খানার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সব সময় বা বছর জুড়ে ঘাটতি থাকে ৪.৩ শতাংশ খানার। সব সময় না হলেও মাঝে মাঝে ঘাটতি থাকে ১৯ শতাংশ খানার। সমান সমান অর্থাৎ উদ্বৃত্ত না থাকলেও কখনো ঘাটতি থাকে না ৩৬.৭ শতাংশ খানার। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত থাকে ২৪ শতাংশ খানার। ১৬ শতাংশ খানা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল বা সব সময় উদ্বৃত্ত থাকে।

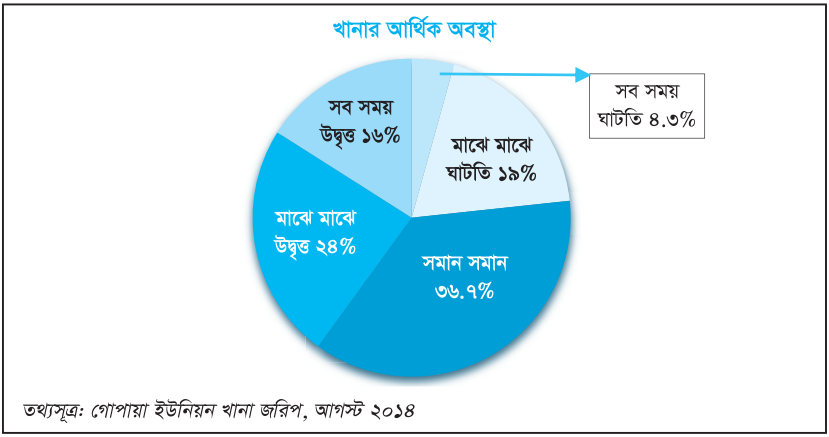

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। গোপায়া ইউনিয়নে মোট ৫,৯৭২টি খানার মধ্যে নিজস্ব স্যানিটারি পায়খানা রয়েছে ৬৩.৪ শতাংশ খানায়। কাঁচা বা খোলা পায়খানা ব্যবহার করেন ৩২.৯ শতাংশ খানার সদস্যরা। খানার নিজস্ব পায়খানা নেই ৩.৭ শতাংশ খানার। যৌথ পরিবারের অংশ হিসেবে অনেক খানার নিজস্ব পায়খানা নেই, তারা যৌথ পরিবারের পায়খানা ব্যবহার করেন।

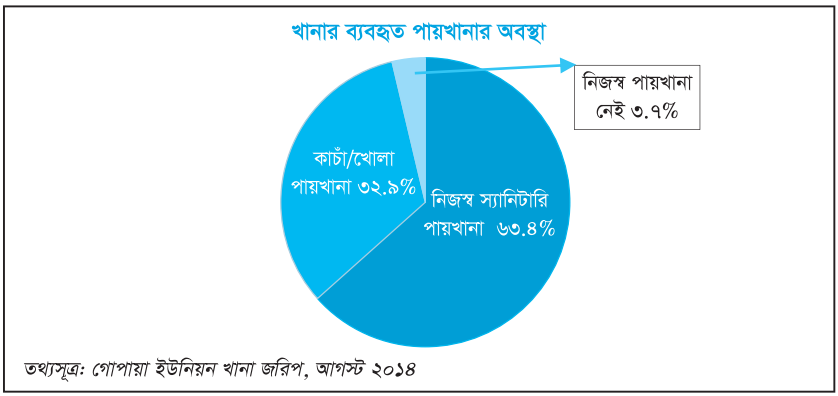

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

খাবার পানির অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নের ৭৫ শতাংশ খানা খাবার পানি হিসেবে নিজস্ব টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন। পাশের বাড়ির টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ২৩.৩ শতাংশ খানা। সরকার/এনজিও প্রদত্ত টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ১.৭ শতাংশ খানা। আবার ইউনিয়নের ৪৪.৭ শতাংশ খানার সদস্যরা জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করা হয়নি। ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত বলে জানিয়েছেন ৫৪.৬ শতাংশ খানা। .০৭ শতাংশ খানা থেকে জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক যুক্ত।

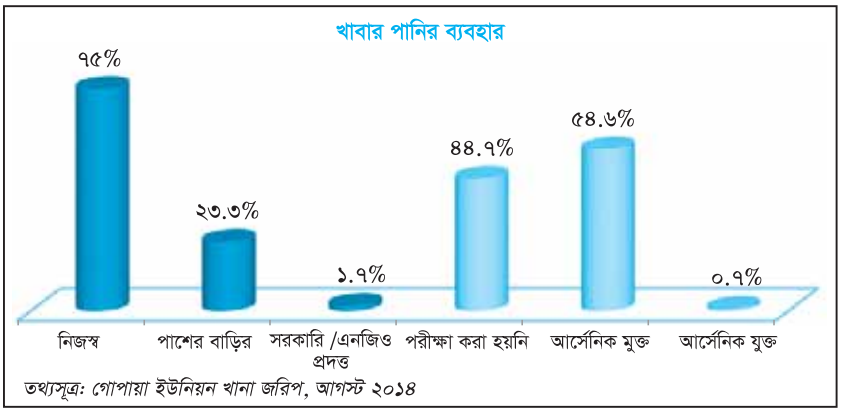

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যুয়ের ব্যবহার

ইউনিয়নের ৭৮.২ শতাংশ খানার বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং ২১.৮ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ব্যবহৃত বিদ্যুতের মধ্যে ৯৫.৪ শতাংশ খানা সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন এবং ৪.৬ শতাংশ খানা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

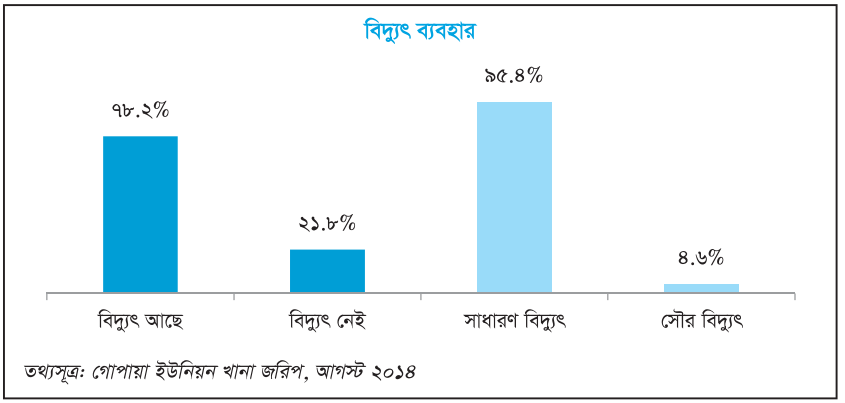

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

মোবাইল ফোন ব্যবহার

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। খানা জরিপে জনগণের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়নের ৭৩.৮ শতাংশ খানা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং ২৬.২ শতাংশ খানায় কোনো মোবাইল ফোন নেই। আবার যেসব খানায় মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ৯১ শতাংশ খানায় ১টি করে ফোন রয়েছে। ২টি করে ফোন রয়েছে ৭.২ শতাংশ খানায়। দুইয়ের অধিক ফোন ব্যবহার করেন ২ শতাংশ খানা।

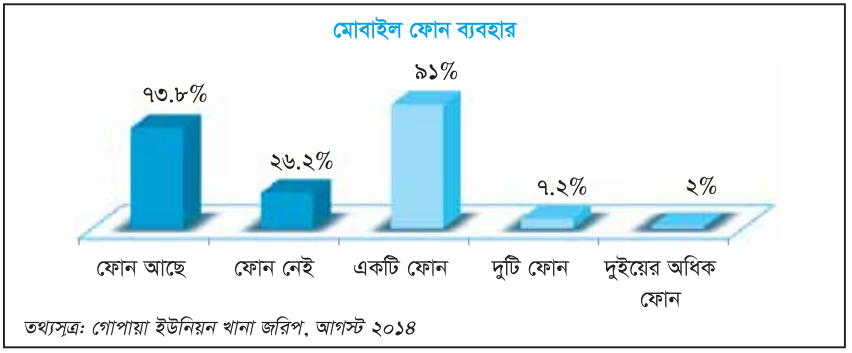

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

টেলিভিশনের ব্যবহার

বিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে টেলিভিশনের অবস্থান সবার উপরে। গোপায়া ইউনিয়নে মোট ৫,৯৭২টি খানার মধ্যে মাত্র ৩৮.৪ শতাংশ খানায় টেলিভিশন রয়েছে এবং ৬১.৬ শতাংশ খানায় টেলিভিশন নেই। ৭৮.২ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও ৬১.৬ শতাংশ খানায় টেলিভিশন রয়েছে, যা হবিগঞ্জ সদর উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নের তুলনায় বেশি।

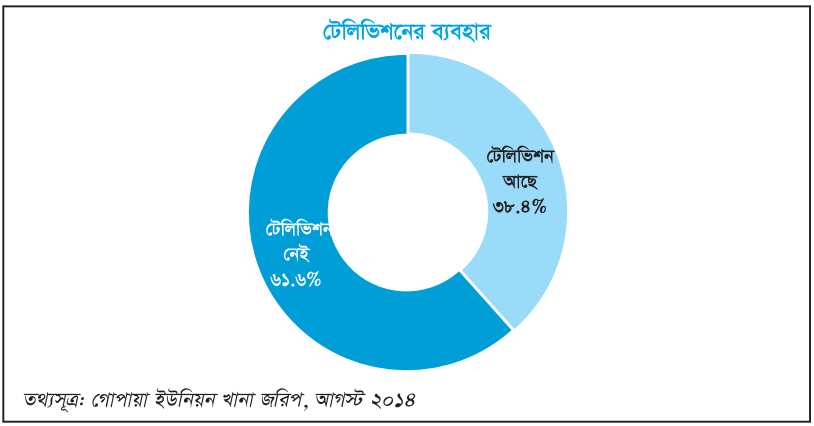

তথ্যসূত্র: গোপায়া ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

গোপায়া ইউনিয়নে ৫,৯৭২টি খানায় মোট ২৮,৮৭১ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্য ঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৩.৩ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নীট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নীট ভর্তির হার পাওয়া গিয়েছে ৯৭.৫৬ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় গোপায়া ইউনিয়নের অবস্থান মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম। খানা প্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৪,৫৬৯ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে গোপায়া ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ–সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* –এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ*–এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*–এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়ে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কর্ম এলাকায় স্থানীয় জনগণের ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা করে সে কারণে তাদেরকে এই কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা দরকার। এই কার্যক্রমকে সফল করতে হলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

দিনের বেশিরভাগ সময় শিশু বাড়িতে কাটায়। তাই শিশুর পড়ালেখার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে

সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নে "ওয়াচ গ্রুপ" এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরেপড়া হত দরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএ কার্ডসহ প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। এসএমসি যেমন একটি বিদ্যালয়কে আমূল বদলে দিতে পারে, তেমনি এসএমসি'র যথাযথ দায়িত্ব পালনের অভাবে একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পড়ালেখার মান ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারকি করেন এসএমসি'র সদস্যগণ। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ*–এর

কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএসসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেন দরবারকরণে।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। তাদের হাত ধরেই প্রতিটি শিশুর পড়ালেখায় হাতেখড়ি হয়। শিক্ষকদের যত্ন ও মননশীলতায় শিশুরা গড়ে উঠে আলোকিত মানুষরূপে। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান প্রদানে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ও বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

গোপায়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর তালিকা

ক্রম নং	নাম	পদবি	পরিচিতি/পেশা
১	ফজলুর রহমান ফজল	সভাপতি	এসএমসি সদস্য
২	মো: নুরুর আমীন	সহ-সভাপতি	ইউপি সদস্য
৩	মোছাম্মৎ জরিনা বেগম	সহ-সভাপতি	ইউপি সদস্য
৪	জাফর ইকবাল চৌধুরী	সদস্য সচিব	প্রধান নির্বাহী এসেড হবিগঞ্জ
৫	সর্দর ফজলুর রহমান (শুকুর মিয়া)	সদস্য	প্রবীণ ব্যাক্তি
৬	সর্দার আলফু মিয়া	সদস্য	এসএমসি সদস্য
৭	মোঃ আব্দুল হক	সদস্য	অভিভাবক প্রতিনিধি
৮	মোঃ আঃ গণি	সদস্য	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি
৯	ডা. স্বপন কুমার দেবনাথ	সদস্য	এসএমসি সদস্য
১০	আবদুল নুর	সদস্য	বিদ্যোৎসাহী প্রতিনিধি
১১	জাবেদ হাসান	সদস্য	ইউপি সদস্য
১২	রহমত আলী	সদস্য	মিডিয়া প্রতিনিধি
১৩	আব্দুল মতিন	সদস্য	ইউপি সদস্য
১৪	মোঃ সাঈদুর রহমান	সদস্য	অভিভাবক প্রতিনিধি
১৫	আহম্মেদ আলী	সদস্য	অভিভাবক প্রতিনিধি
১৬	মোঃ আতাহার আলী	সদস্য	অব: শিক্ষক প্রতিনিধি
১৭	সৈয়দা জাসরীন আফছার	সদস্য	প্রধান শিক্ষক / নারী প্রতিনিধি
১৮	মাওলানা জয়নাল আবেদীন	সদস্য	মসজিদের ইমাম

খানা ও বিদ্যালয় জরিপে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তালিকা

ক্রম নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মোঃ আব্দুল কাদির	এইচএসসি
২	মোঃ সোহেল মিয়া	এইচএসসি
৩	মোছাঃ সুলেখা আক্তার	এসএসসি
৪	মোছাঃ রুনা আক্তার	এইচএসসি
৫	মোঃ জাফরুল ইসলাম সানু	স্নাতক (সম্মান)
৬	মোঃ আল আমিন	স্নাতক
৭	মোঃ উজ্জ্বল মিয়া	এসএসসি
৮	রেজিয়া খাতুন	এইচএসসি
৯	নাসরিন আক্তার	এইচএসসি
১০	মোঃ সাইদুর রহমান	এসএসসি
১১	মোহাম্মদ আলী	দাখিল
১২	মোঃ গোলাম রাব্বানী	স্নাতক
১৩	মোঃ শরীফুল ইসলাম	এইচএসসি
১৪	মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া	এসএসসি
১৫	মোঃ ফয়সাল মিয়া	এসএসসি
১৬	জহিরুল ইসলাম	এসএসসি
১৭	কামরুল হাসান সুমন	এইচএসসি
১৮	মোঃ তরিকুল ইসলাম	এসএসসি
১৯	মোছাঃ ফাতেমা আক্তার	এইচএসসি
২০	মোঃ আব্দুল মন্নান	এসএসসি
২১	মোঃ আমিন মিয়া	এসএসসি
২২	মোঃ আশরাফুল বারী	এসএসসি
২৩	রুনা আক্তার	এসএসসি
২৪	মোঃ বাছির আহমেদ জয়	এসএসসি
২৫	মোছাঃ তাহমিনা আক্তার	এসএসসি
২৬	মোছাঃ জেসমিন আক্তার	এসএসসি
২৭	মোঃ সোহেল মিয়া	এইচএসসি
২৮	মোছাঃ স্বর্ণা আক্তার	এইচএসসি
২৯	রোমেন আহমেদ	এইচএসসি
৩০	লিমন মিয়া	এসএসসি

৩১	মবিন খান	এইচএসসি
৩২	মিজানুর রহমান	এসএসসি
৩৩	বিস্নু চন্দ্র দাশ	স্নাতক
৩৪	দ্বীপক কুমার দাশ	বিএ অনার্স
৩৫	দ্বিজেন চন্দ্র দাস	স্নাতক
৩৬	মোঃ এনামুল হক	বিএ অনার্স

ধারণা প্রদায়ী কর্মশালা
কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
লস্করপুর ইউনিয়ন পরিষদ, হবিগঞ্জ
আয়োজনে: এসেড হবিগঞ্জ ও গণসাক্ষরতা অভিযান
সহযোগিতায়: ইউকে এইড, বাংলাদেশ

৫ নং গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন